মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

বনমহোৎসব

১৮ জুলাই, ২০২৩

অটুট থাকুক প্রাণের স্পন্দন, শান্ত পৃথিবীকে সবুজ অভিনন্দন

- ২০১১ থেকে ২০২১-এর মধ্যে মোট বনভূমি ও বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ ১৭.২৭% থেকে বেড়ে হয়েছে ২১.৬১%।
- সুন্দরবন সন্নিহিত তিনটি উপকূলীয় জেলায় ২০ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়েছে।
- রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার পরিমাপ অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০২৩–এর মধ্যে বন সংরক্ষিত এলাকার বিস্তার ৪.৫৬% থেকে বেড়ে হয়েছে ৫.২৮%।
- সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০০ এবং রাজ্যে হাতি ও গন্ডারের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮২ ও ৩৪৩-এ দাঁড়িয়েছে।
- ২০২২ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে সেন্ট্রাল জু অথরিটি (CZA)-র র‍্যাঙ্কিংয়ে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ভারতের মধ্যে প্রথম ও কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা চতুর্থ স্থান পেয়েছে। ২০২৩-এ নিউটাউনের হরিণালয় চিড়িয়াখানার নবরূপে উদ্বোধন করা হয়েছে।
- কোনও বন্যপ্রাণীর দ্বারা মানুষের প্রাণহানি হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত ব্যক্তির পরিবারের একজনকে বনদপ্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ‘ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসপন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রজেক্ট’-এ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি-র সঙ্গে ৬৫০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।
- জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত কাঠের যাবতীয় নিলাম WBFDC-র ‘ই–অকশন’-এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২০২২ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে এই কাঠ বিক্রির রয়্যালটি বাবদ রাজ্যের কোষাগারে ৭৩.৪৮ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে এবং যৌথ বন পরিচালন সমিতির সদস্যদের ৪২.৬২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মমতা ব্যানার্জী
মমতা বনার্জী
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

বনমহোৎসব, ২০২৩ উপলক্ষে শুভেচ্ছাবার্তা

অরণ্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরে ডুয়ার্সের বনাঞ্চল, দক্ষিণবঙ্গ উপকূলে রূপসী সুন্দরবন, অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার অপরূপ বনাঞ্চল এই রাজ্যকে দিয়েছে এক অনন্য বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিপদকে প্রতিদিনই বাড়িয়ে তুলছে। আমরা সবাই আজ এই সংকটের মুখোমুখি। আমাদের রাজ্যও সাম্প্রতিককালে একাধিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এই বিপদকে বার বার প্রতিহত করেছে বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। প্রকৃতি তথা জলবায়ুর সমস্ত ভ্রূকুটি থেকে রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বাঁচিয়ে রেখেছে সুন্দরবনের এই বৃক্ষপ্রাচীর।

এই প্রহরাকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভ চারা বিগত কয়েক বছরে আমরা সুন্দরবন ও অন্যান্য তটবর্তী অঞ্চলে রোপণ করেছি। আনন্দের সঙ্গে জানাই, আমাদের এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত সরকার দেশের সমস্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলের জন্য ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ প্রকল্প Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes (MISHTI) ঘোষণা করেছে।

সরকারের নিরলস প্রয়াসের ফলে রাজ্যে সবুজের আচ্ছাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও একশৃঙ্গ গণ্ডারের মতো বন্যজন্তুর সংখ্যা।

আমাদের যুগান্তকারী উদ্যোগ সবুজশ্রী-র মধ্যে দিয়ে ২০১৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫৬ লক্ষ চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়েছে নবজাত শিশুর মায়েদের হাতে। এই প্রকল্প বহু পরিবারকে দেবে আর্থিক সুরক্ষা, একই সঙ্গে বৃদ্ধি করবে বনভূমির বাইরের সবুজের আচ্ছাদন। রাজ্য জুড়ে নেওয়া হয়েছে এরকম আরও অনেক পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ।

বন ও পরিবেশ রক্ষায় আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আগামী ১৪-২০ জুলাই, ২০২৩ সারা রাজ্য জুড়ে আমরা পালন করতে চলেছি **বনমহোৎসব, ২০২৩**। নেওয়া হবে বৃক্ষরোপণ, বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণের মতো একগুচ্ছ পদক্ষেপ।

আসন্ন বনমহোৎসব উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যবাসী ও রাজ্য বনবিভাগের সকল আধিকারিক, কর্মী ও তাঁদের পরিবারের প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আসুন, সকলে মিলে বৃক্ষরোপণে সামিল হই, শস্যশ্যামলা বাংলাকে আরও সবুজ, সজীব ও বর্ণময় করে তুলি।

(মমতা ব্যানার্জী)

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India
Tel : + 91-33-22145555, + 91-33-22143101
Fax : + 91-33-22144046, + 91-33-22143528

JYOTI PRIYA MALLICK
Minister-in-Charge
Department of Forest
Government of West Bengal
Aranya Bhawan, 8th Floor
Block-LA-10A, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700 106
Tel. : 033 2335-4040
&
Department of Non-Conventional & Renewable Energy Sources
Government of West Bengal
Bikalpa Shakti Bhawan, 3rd Floor
J-1/10, EP&GP Block, Sector-V,
Kolkata - 700091
Phone : 033 2357-0096, Fax : 2357-0097

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
বনবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অরণ্য ভবন, নবম তল, ব্লক-এল. এ. ১০এ
সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
টেলি ঃ ০৩৩-২৩৩৫-৪০৪০
এবং
অচিরাচরিত এবং পুণর্নবিকরণ শক্তি উৎস দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জে ১/১০, ইপি ও জিপি ব্লক
সেক্টর-৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলি ঃ ০৩৩-২৩৫৭-০০৯৬, ফ্যাক্স ঃ ২৩৫৭-০০৯৭

বনমহোৎসব - ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

সভ্যতার আদি যুগে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থলভাগ ছিল সবুজে ঢাকা। তখন সমগ্র বিশ্বে না ছিল কোন দূষণ, না ছিল প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা। প্রাচীন সভ্যতাও ছিল নদী ও অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। কালের নিয়মে ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে শুরু হয় শিল্পের উন্নতি। কলকারখানা নির্মাণ, নতুন নতুন ও ব্যাপক হারে উন্নত বাসস্থান গড়ে তোলা, নতুন নতুন যান বাহনের উৎপাদন ইত্যাদি উন্নয়নের সাথে সাথে অরণ্যের সংরক্ষণ কিছুটা হলেও বিঘ্নিত হচ্ছে। কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বনসংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বনদপ্তর বন ও বন্য প্রাণীর রক্ষা বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে ২০১১ থেকে ২০২২ এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমান ১৭.২৭% থেকে বেড়ে হয়েছে ২১.৬১% । রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার পরিমাণ অনুযায়ী বন সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণও ৪.৫৬% থেকে বেড়ে হয়েছে ৫.২৮%। ২০২২-২৩ এ সেন্ট্রাল জু অথোরিটি দার্জিলিং চিড়িয়াখানাকে ভারতের মধ্যে প্রথম ও কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানাকে চতুর্থ স্থানের স্বীকৃতি দিয়েছে । ২০২৩-এ নিউ টাউনে হরিণালয় চিড়িয়াখানা নবরূপে সজ্জিত করা হয়েছে। কোনও বন্যপ্রাণী দ্বারা মানুষের প্রাণহানি হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত কাঠের যাবতীয় নিলাম WBFDC-র 'ই-অকশন'-এর মাধ্যমে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ সালে এই কাঠ বিক্রির রয়্যালটি বাবদ রাজ্যের কোষাগারে ৭৩.৪৮ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে এবং সুফল ভাগ হিসাবে যৌথ বন পরিচালনা সমিতির সদস্যদের ৪২.৪২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

বনমহোৎসব উপলক্ষে রাজ্যের সকল অধিবাসীদের ও বনকর্মীদের জানাই শুভকামনা। আসুন, সকলে মিলে রাজ্যের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করি এবং সবুজের অভিযানে সামিল হই।

(জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক)
বনমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিরবাহা হাঁসদা
রাষ্ট্রমন্ত্রী, বন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
টেলি ঃ (০৩৩) ২৩৩৫ ০০১৮
ই-মেল ঃ mosforestwb@gmail.com

BIRBAHA HANSDA
Minister of State
Department of Forests
Government of West Bengal
Tel. : (033) 2335 0018
E-mail : mosforestwb@gmail.com

বনমহোৎসব – ২০২৩
শুভেচ্ছাবার্তা

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যতম জীববৈচিত্র্যপূর্ণ রাজ্য। জল, জঙ্গল এবং বন্যপ্রাণের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধিকরনের লক্ষ্যে বনদপ্তর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এই সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধিকরনের কাজ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এর সাথে আছে সবুজশ্রীর মতো সামাজিক প্রকল্প যা রাজ্যব্যাপী সবুজায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজ্যবাসীর অর্থসামাজিক সুরক্ষাও প্রদান করছে।

ভবিষ্যতের পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে, পৃথিবীর উষ্ণতা নয়, উষ্ণতা বাড়ুক অরণ্যের সাথে মানুষের সম্পর্কের। এই উদ্দেশ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও আগামী ১৪ই জুলাই, ২০২৩ রাজ্যজুড়ে বনমহোৎসবের সূচনা হবে। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বনসৃজনের পরিকল্পনা এবং তৎসঙ্গে আলোচনা সভা, শিশু ও ছাত্র - ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগীতা আয়োজনের ন্যায় নানাবিধি কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণের এই উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আবেদন জানাই আসুন সবাই মিলে আমরা এই মহোৎসবে সামিল হয়ে সবুজ সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তুলি।

স্থান – অরন্য ভবন
তাং – ৩০/০৬/২০২৩

বিরবাহা হাঁসদা

(বিরবাহা হাঁসদা)
রাষ্ট্রমন্ত্রী
বন দপ্তর,পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বনমহোৎসব – ২০২৩

শুভেচ্ছাবার্তা

উত্তরে হিমালয় আর সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোলে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের রাজকীয় উপস্থিতি, গাঙ্গেয় অববাহিকার সবুজ গাছপালা আর দক্ষিণ-পশ্চিমে লাল মাটির পথে শাল মহুয়ার জঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে এনেছে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উষ্ণায়ন, প্রবল তাপপ্রবাহ ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির মত বিপর্যয়ের হাত থেকে এই বাংলাকে বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ চারাগাছ লাগাতে হবে প্রতি বছর। এই চারাগুলিই ভবিষ্যতে মানব সমাজ কে ছায়া দেবে, রক্ষা করবে পরিবেশের ভারসাম্য, বন্যপ্রাণীদের জীবন সুরক্ষিত করবে। "সবুজশ্রী" প্রকল্পে সারা রাজ্যজুড়ে বনাঞ্চলের বাইরে চলছে সবুজায়নের কাজ। ২০১৬ থেকে এই পর্যন্ত প্রায় ৫৬ লক্ষের বেশী চারা তুলে দেওয়া হয়েছে নবজাত শিশুর মায়ের হাতে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুন্দরবন সন্নিহিত তিনটি উপকূলীয় জেলায় বিগত দুই বছরে ২০ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ করা হয়েছে। বনবিভাগে একটি 'ম্যানগ্রোভ সেল' স্থাপন করা হয়েছে যার নির্দিষ্ট কাজ হবে রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ অরণ্য বৃদ্ধি করা।

৪৪৬৫ টি যৌথ বনপরিচালন কমিটির সদস্যরা- বন প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন রক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করেন এবং বিনিময়ে ২০২১-২২ সালে পূর্নবয়স্ক জঙ্গলের কাঠ বিক্রি থেকে বনবিভাগের আয়ের ৪২ কোটি টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এই সদস্যদের।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেও এগিয়ে আছে পশ্চিমবাংলা। একশৃঙ্গ গণ্ডার, হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, রেড পান্ডা - নিরাপদ বনভূমি পেয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে সবারই। জঙ্গলের পাশের গ্রামে বন্যপ্রাণী ঢুকে পড়লে যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের প্রচেষ্টায় তাদের ফিরিয়ে দেওয়া গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে। কোনও বন্যপ্রাণী দ্বারা মানুষের প্রাণহানি হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃতের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণ দ্বারা নিহত ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্যের বনদপ্তরে চাকরির উদ্যোগও সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে।

১৪ই জুলাই ২০২৩ রাজ্যজুড়ে বনমহোৎসবের শুভ সূচনা হবে যা চলবে ২০শে জুলাই পর্যন্ত। পৃথিবী সবুজে ভরে গেলে প্রকৃতি হবে দূষণমুক্ত, নতুন আশার আলো নিয়ে আমরা সকলে বাঁচবো প্রকৃতির কোলে।

চলুন, বনমহোৎসবের শুভ সূচনায় রাজ্যবাসী, প্রশাসন ও বনকর্মীরা সবাই মিলে এই রূপসী বাংলাকে আরও সবুজ ও সুন্দর করে তোলার শপথ নিই। উন্নয়ন ও সবুজায়নে ভরে উঠুক বাংলা।

বিবেক

(বিবেক কুমার)
অতিরিক্ত মুখ্যসচিব
বনবিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার